

34561 - কবরবাসীকে সালাম দয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন

কবররে কাছে কোনে অভিবাদনটি বলতে হয়? কবরগুলোর কাছে পশেকৃত সালাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামরে জন্য পশেকৃত সালামরে মধ্যে ককি কোনে পার্থক্য আছে?

এটা কসিঠকি যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর য়িয়ারতরে সময় আমরা বলব: ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এবং কবরস্থানে প্রবশেরে সময়ে বলব: ইয়া আহলাল কুবুর (ওহে কবরবাসী); নাকি এটা শরিক হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পুরুষদরে জন্য কবর য়িয়ারত করা মুস্তাহাব। যহেতে বুরাইদা বনি আল-হুসাইব (রাঃ) এর হাদসিএসছে: “নশিচয় আমি তমোদরেককে কবর য়িয়ারত থকে বারণ করছেলাম; এখন তমোরা কবরগুলো য়িয়ারত কর।”[সহিহ মুসলমি (৯৭৭), অপর এক বর্ণনায় আছে: “নশিচয় কবর য়িয়ারত আখরিতকে স্মরণ করয়িএ দেয়।”[মুসনাদে আহমাদ (১২৪০), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫৬৯), আলবানী হাদসিটকিএ ‘সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহতে সহিহ বলছেন]

কবর য়িয়ারতকালে কবরবাসীকে সালাম দয়ো ও তাদরে জন্য দয়ো করা মুস্তাহাব; যভোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদরেককে দয়ো করা শখিয়িছেন। আয়শো (রাঃ) থকে বর্ণতি আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা তাদরেককে (অর্থাৎ কবরবাসীদরেককে) কোনে পদ্ধতিতে বলব? তিনি বলেন, তুমি বলব:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآخِقُونَ

(কবরবাসী মুমনি-মুসলমানদরে ওপর শান্তি বর্ষতি হোক। আমাদরে মধ্যে অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী সকলরে প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষতি হোক। ইনশাআল্লাহ, আমরা অচরিই আপনাদরে সাথে মলিতি হব।)[সহিহ মুসলমি (৯৭৪)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বুরাইদা বনি আল-হুসাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে: তারা যখন কবরস্থানে উদ্দেশ্যে বরে হতেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেক শখিয়ে দতিনে। তখন তাদরে কউে এভাবে বলত:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآخِرَةِ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

ওহে কবরবাসী মুমনি ও মুসলমানগণ! আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষতি হোক। ইনশাআল্লাহ, আমরা অচিরেই আপনাদের সাথে মিলিত হব। আমি আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নরিপত্তার দোয়া করছি।[সহি মুসলিম (৯৭৫)]

সাহাবীদের কবরগুলোর যিয়ারতের সময়ও পূর্ববোললেখিত দোয়াগুলো বলবনে; সাহাবীদের কবর যিয়ারতের বিশেষ কোন দোয়া নই।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর ও উমর (রাঃ) এর কবরগুলো যিয়ারতের সময় সাহাবায়েরে করোম থেকে বর্ণিত আমল হলো: সালাম দোয়া। ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন: ‘আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবু বকর। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাত। এরপর তিনি স্থান ত্যাগ করতেন’।[হাফযে ইবনে হাজার বর্ণনাটকি সহি বলছেন]

কোন কোন আলমে এতটুকুর চয়ে একটু বাড়িয়ে বলেন: আসসালামু আলাইকা ইয়া খরিতাল্লাহ মনি খালক্বহি। আসসালামু আলাইকা ইয়া সায্যদিল মুরসালনি...। আশহাদু আন্নাকা বাল্লাগতার রসিলাহ।[দখুন: ইমাম নববীর লখো ‘আল-আযকার’ (পৃষ্ঠা- ১৭৪) এবং ইবনে কুদামার লখো ‘আল-মুগনী’ (৫/৪৬৬)]

তাবারী বলেন: যদি যিয়ারতকারী পূর্ববোক্ত ভাষ্যের চয়ে বাড়িয়ে বলেন এতে কোন আপত্তি নই। তবে পূর্ববর্তীদের অনুসরণই উত্তম।[সমাপ্ত] অর্থাৎ সাহাবায়েরে করোম থেকে যা উদ্ধৃত হয়েছে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) ‘মানাসকিল হাজ্জ ওয়াল উমরা’ গ্রন্থে বলেন: প্রথমবার মসজিদে নববীতে আসার পর আল্লাহর ইচ্ছায় যত রাকাত ইচ্ছা তত রাকাত নামায পড়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দুই সাহাবীদ্বয়কে সালাম দতি যাবনে।

১। কবরের সামনে গিয়ে কবরকে সম্মুখভাগে রেখে এবং কাবাকে পছিনে রেখে দাঁড়াবনে। এরপর বলবনে: আসসালামু আলাইকা, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। যদি এর চয়ে বেশি যথোপযুক্ত কিছু বাড়াতো চান তাতে কোন অসুবিধা নই। যমেন এভাবে বলা: আসসালামু আলাইকা, ইয়া খালিলুল্লাহ, ওয়া আমীনুহু আলা ওয়াহয়হি, ওয়া খরিতাহু মনি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

খালিক্বহি। আশহাদু আননাকা ক্বাদ বাল্লাগতার রসিলাহ্, ওয়া আদ্দাতাল আমানা, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ, ওয়া জাহাদতা ফল্লিলাহি হাক্বা জহিদহি।

আর যদি পূর্ববোল্লখেতি ভাষ্যরে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেটাই ভালো। ইবনে উমর (রাঃ) যখন সালাম দতিনে তখন তিনি বলতেন: আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাবকর। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাতি। এরপর তিনি স্থান ত্যাগ করতেন।

২। এরপর এক কদম ডানে সরে এসে আবু বকর (রাঃ) এর কবররে সামনে দাঁড়িয়ে বলবে: আসসালামু আলাইকা, ইয়া আবাবকর, ইয়া খালফাতা রাসূলল্লিলাহি সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফি উম্মাতহি। রাদআল্লাহু আনকা ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি উম্মাদনি খাইরা।

৩। এরপর এক কদম ডানে সরে এসে উমর (রাঃ) এর কবররে সামনে এসে বলবে: আসসালামু আলাইকা, ইয়া উমার! আসসালামু আলাইকা, ইয়া আমীরাল মুমিনীন। রাদআল্লাহু আনকা, জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদনি খাইরা।

নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে সালাম দোয়া যেনে আদবরে সাথে ও নমিন্সবরে হয়। কেননা মসজদি স্বে উঁচু করা নষিদিধ; বশিষেতঃ মসজদি নববীতে এবং রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবররে কাছে।

[মানাসকিল হাজ্জ ওয়াল উমরা ওয়াল মাশরু ফযি যয়িরা (১০৭ ও ১০৮ পৃষ্ঠা)]

কবর যয়িরতকালে কোন ব্যক্তি কবরগুলকে ‘আসসালামু আলাইকুম’ (আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষতি হোক) বলা কহিবা নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর যয়িরতকালে ‘আসসালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ্’ বলা শরিক হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা সেটি মৃত ব্যক্তিদেরকে ডাকা নয়, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া নয়। বরং তা তাদের জন্য দোয়া করা; যাতে করে আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যুর পরে বান্দা কবররে আযাব, পুনরুত্থান, হিসাবনিকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে বপিদআপদ ও পরকালীন বভীষিকার মুখোমুখি হয় সেগুলো থেকে নিরাপদে রাখেন।

আমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতেরে নিরাপত্তা চয়ে দোয়া করছি। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

দখুন: যাদুল মুস্তাকনি (৫/৪৭৩) এবং ড. ইউসুফ আল-ওয়াবলিরে লেখা ‘আশরাতুস সাআহ’ (পৃষ্ঠা-৩৩৭)।